যুগান্তর

সংবর্ধনায় ড. আনিসুজ্জামান

আমি নিজেকে মূলত শিক্ষক মনে করি

জাতীয় অধ্যাপক ঘোষণার দাবি বিশিষ্টজনদের

প্রকাশ : ১১ মার্চ ২০১৮, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

সাংস্কৃতিক রিপোর্টার

সবার কাছে তিনি জাতির বাতিঘর। অথচ তিনি নিজেকে মূলত শিক্ষক মনে করেন। শিক্ষকতাই তার জীবনকে পরিপূর্ণ করেছে বলেও জানান। শ্রদ্ধেয় ড. আনিসুজ্জামান নিজের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এভাবেই নিজেকে তুলে ধরলেন। ১৮ ফেব্রুয়ারি ছিল ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামানের ৮১তম জšÍদিন। এ উপলক্ষে জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতি এবং পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি শনিবার এক সংবর্ধনার আয়োজন করে। এতে দেশের বিশিষ্টজনরা তাকে জাতীয় অধ্যাপক ঘোষণার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান।

শনিবার বিকালে জাতীয় জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে এ সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। কথাসাহিত্যিক অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন- বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, চিত্রশিল্পী হাশেম খান, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা এবং গণসাক্ষরতা অভিযানের পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী, অধ্যাপক শফি আহমদ, রাজনীতিক ও প্রাবন্ধিক মোনায়েম সরকার, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি গোলাম কুদ্দুছ, জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতির সভাপতি মাজহারুল ইসলাম, পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সভাপতি মো. আরিফ হোসেন প্রমুখ। মঞ্চে ছিলেন আনিসুজ্জামানের স্ত্রী সিদ্দিকা জামান।

ড. আনিসুজ্জামান বলেন, 'আমি নিজেকে মূলত শিক্ষক মনে করি। শিক্ষকতায় যে আনন্দ পেয়েছি, মর্যাদা পেয়েছি, সেটা আমার জীবনকে পরিপূর্ণ করেছে। দেশের মানুষের ভালোবাসায় আমি বাড়তি আয়ু পেয়েছি। প্রার্থনা করবেন, জীবনের এ বাড়তি সময়টা যেন আমি ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারি।'

অর্থমন্ত্রী বলেন, 'আনিসুজ্জামান আমাদের সাহিত্যের বাতিঘর, এটা নিয়ে কোনো প্রশ্নই নেই। কিন্তু একই সঙ্গে সে বিবেকেরও বাতিঘর, এটাই বেশি উল্লেখযোগ্য, বেশি মূল্যবান মনে হয়। আনিস আমার স্নেহাস্পদ, জন্মদিনের এ আয়োজনে তাকে ভালোবাসা তো জানাবই, তার চেয়েও বেশি তাকে আমি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করব।'

সেলিনা হোসেন বলেন, 'আনিসুজ্জামান স্যার বুঝতে শিখিয়েছেন জ্ঞানের দীক্ষা দিয়ে জীবনকে কিভাবে পরিচালিত করতে হয়। জীবন ও পরিবেশের শিক্ষা স্যারের কাছে থেকে পেয়েছি।'

হাশেম খান বলেন, 'তিনি দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক ক্রান্তিকালে বাতিঘরের মতো জাতিকে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। বয়স বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। তিনি এখনও নিরলস কাজ করছেন, যা আমাদের প্রেরণা।'

শামসুজ্জামান খান বলেন, 'তিনি জাতির শিক্ষকে পরিণত হয়েছেন। বাংলাদেশ সরকার যেন তাকে জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে ঘোষণা করে এ দাবি জানাই।' রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, 'তিনি যেখানে হাত দিয়েছেন সোনা ফলিয়েছেন।' গোলাম কুদ্দুছ বলেন, 'আনিসুজ্জামান স্যার পথচলার প্রেরণা। স্বাধিকারে সব আন্দোলনে তিনি দিকনিদের্শনা দিয়েছেন। সে কারণেই তিনি জাতির অভিভাবক।'

অধ্যাপক আনিসুজ্জামানকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান- পাবলিক কর্ম-কমিশনের সচিব আক্তারী মমতাজ, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব সিরাজুল হক খান, জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক ফয়জুল লতিফ চৌধুরী, প্রাইম ব্যাংক ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তবারক হোসেন, জাদুশিল্পী জুয়েল আইচ, অনিন্দ্য প্রকাশের প্রকাশক আফজাল হোসেন, রকমারি ডটকমের ফারুক হোসেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, কথাপ্রকাশের প্রকাশক জসীম উদ্দিন, অনুপম প্রকাশনীর মিলনকান্তি নাথ, মুক্তধারার প্রধান নির্বাহী সজীব সাহা প্রমুখ। আয়োজনের শুরুতেই আঁখি হালদার গেয়ে শোনান রবীন্দ্রনাথের 'তোমায় গান শোনাবো' ও 'ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায়' এবং উর্বী সোম গেয়ে শোনান নজরুলের 'মোর ঘুম ঘোরে এলে মনোহর' ও 'আমার কোন কূলে আজ ভিড়লো তরী' গানগুলো।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : সাইফুল আলম, **প্রকাশক :** সালমা ইসলাম

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৮৪১৯২১১-৫, রিপোর্টিং : ৮৪১৯২২৮, বিজ্ঞাপন : ৮৪১৯২১৬, ফ্যাক্স : ৮৪১৯২১৭, সার্কুলেশন : ৮৪১৯২২৯। ফ্যাক্স : ৮৪১৯২১৮, ৮৪১৯২১৯, ৮৪১৯২২০

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৮ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।